মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুর রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। নির্বাচনে ভাইস প্রেসিডিন্ট পদে আল আমিন ইসলাম বকুল ও সেক্রেটারি পদে অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন জয়লাভ করেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সকাল ১১ টা থেকে বিরতীহীন ভাবে ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে। ভোটগণনা শেষে প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা ও মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবির ফলাফল ঘোষণা করেন।
ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে আল আমিন ইসলাম বকুল ২৩৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন, প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী অ্যাড. নজরুল ইসলাম পেয়েছেন ১০৫ ভোট। সেক্রেটারি পদে অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন ২৫৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন, তাঁর প্রতিদ্বন্দী প্রার্থী কাজী মিজান মেনন পেয়েছেন ৮৮ ভোট।

বিজয়ী অন্যান্যদের মধ্যে নির্বাহী সদস্য নুর রহমান ২২১ ভোট, একেএম আনোয়ারুল হক কালু ২৫৩ ভোট, মাজাহারুল ইসলাম ২০৯ ভোট, মো: নজরুল ইসলাম ১৭৭ ভোট এবং সোহেল রানা ১৯৬ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছে।
নির্বাচন পরিচালনা কমিটিতে জেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আশাদুল ইসলাম ও আবু তালেব দায়িত্ব পালন করেন। নির্বাচনে ৭টি পদে ১৪ জন প্রতিদ্বন্দীতা করেন।

দামুড়হুদায় মিটারের রিডিং

ইউনিট বেশি লেখায় রোসানলে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মী

দামুড়হুদার বাজার পাড়ায় পল্লী বিদ্যুৎ এর রিডিং ২০ ইউনিট বেশি লেখায় জনগণের রসানলে পড়ে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকার। স্থানীয় জনগণ তাকে পুলিশে দেন। পরে দামুড়হুদা পল্লী বিদ্যুৎ এর ইনচার্জ এর জিম্মায় ছেড়ে দেন পুলিশ।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলা সদরে হেলাল উদ্দীনের ছেলে মনজুরুল কাদের যার মিটার নাম্বার (৯০৭/২৮০৪) প্রকৃতপক্ষে তার বিগত ৩৫৫ ইউনিট ছিল বর্তমান ৩৮৫ ইউনিট আছে। তার বিল হবে পূর্বের তুলনায় বেশি হবে ৩০ ইউনিট। ৩০ ইউনিট বিল না লিখে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকার পূর্বের ৩৫৫ ইউনিট থেকে ৪০৫ ইউনিট দেখিয়ে ৫০ ইউনিট’র বিল লিখেছে। তখন বাড়ির মালিক মঞ্জুরুল কাদির বিল যাচাই করে দেখেন ২০ ইউনিট বেশি বিল লিখেছে।

এদিকে একই পাড়ার হুরু মন্ডলের ছেলেদের দীনু মন্ডল যার মিটার নাম্বার ৮৬৫/২৬১০ মিটারটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরও প্রতিমাসে বিল আসছে। এতে করে মোট বিল এসছে ২১৫৮ টাকা। এই ঘটনায় পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকারকে আটকে পুলিশে দেয় স্থানীয় জনগণ। এই ধরনের ঘটনা অনেকের সাথে ঘটেছে বলে স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে কর্তৃপক্ষর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মনজুরুল কাদিরসহ এলাকাবাসিরা বলেন, আমাদের প্রতিনিয়ত বেশি বিল লিখে আমাদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। কেন এই প্রতারণা করা হচ্ছে তার সঠিক বিচার চাই। সেই সাথে এই ধরনের ঘটনা পুনরায় যদি ঘটে আমরা সাধারণ মানুষ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। তাই গ্রাহকদের বিষয় বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে বিল তৈরি করতে হবে এবং সাধারণ গ্রাহকরা যাতে হয়রানির স্বীকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।

বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের ৮ম বর্ষপূর্তি উদযাপন

স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোনের ৮ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকাল দশটায় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ইতিহাস বিভাগের সেমিনার কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের তথ্য ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আবু হুরাইরা। অনুষ্ঠানে বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে ইউনিটের সভাপতি রাসেল আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সহ-সাধারণ সম্পাদক ও ৮ম বার্ষিক উদযাপন কমিটির আহবায়ক ইয়াসিন আরাফাত। অনুষ্ঠানে সাংগঠনিক প্রতিবেদন ও আর্থিক প্রতিবেদন পেশ করেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সহ-সভাপতি হাসিবুল হাসান ও কোষাধ্যক্ষ জান্নাতুল আইরিন।

আলোচনা সভায় বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক রিয়াদ হাবিবের সঞ্চালনায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের সিনিয়র শিক্ষক উপদেষ্টা সহকারী অধ্যাপক হাফিজুর রহমান। এ সময় অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, বাঁধন সংগঠন সেচ্ছায় রক্তদাতাদের একটি সংগঠন। ২০১৭ সালে থেকে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে এই সংগঠনটি কাজ করে যাচ্ছে। আমরা দেখে আসছি একঝাঁক তরুণ তরুণী এই সংগঠনের হয়ে বিভিন্ন মানুষের রক্তের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ত জোড়াগ করা রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা এবং রক্তদানে শিক্ষার্থী সহ সাধারণ মানুষের উদ্বুদ্ধ করার মতো সৃজনশীল কাজ তারা করে যাচ্ছে তারা। এই সংগঠনটি চুয়াডাঙ্গায় প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে তারা নিরলস ভাবে কাজ করছে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের জন্য। মানুষের রক্তের চাহিদা অনুসারে এই সংগঠনে যে সকল শিক্ষার্থী কাজ করে করে তারা দিন রাত যেকোনো সময় এই সেচ্ছাশ্রম দিয়ে যাচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শুভাকাঙ্ক্ষী এনআরবি ওয়ার্ল্ডের সাবেক

সভাপতি ও শাহিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক চুয়াডাঙ্গার কৃতি সন্তান মুহাম্মদ সাহিদুজ্জামান টরিক। এ সময় তিনি বলেন, মানবদেহে রক্তের বিকল্প কিছুই নেই। সড়ক দুর্ঘটনা, অপারেশন, থ্যালাসেমিয়া, ডেলিভারি কিংবা ক্যানসারের মতো জটিল রোগে আক্রান্ত রোগীদের জীবন বাঁচাতে প্রয়োজন পড়ে এই রক্তের। এই প্রয়োজনীয় রক্তটিই অনেক সময় সময়মতো পাওয়া না যাওয়ায় হাজারো মানুষ অকালে প্রাণ হারায়। শরীরের এই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রক্ত নিয়ে কাজ করছে বাঁধন নামের এই সংগঠনটি।

এ সময় তিনি আরও বলেন, আজকে আপনি যেই মানুষগুলোর জন্য সেচ্ছায় রক্ত দিচ্ছেন রক্ত জোগাড় করে দিচ্ছেন একদিন সেই মানুষগুলো আপনার বিপদে এগিয়ে আসবে। বাঁধন সংগঠন কে আরও কাজ করতে হবে এই জাতির পথ দেখাতে হবে মানুষের বিপদে আরও বেশি বেশি আগিয়ে যেতে হবে। এ সময় তিনি এই সংগঠনের মঙ্গল কামনা করেন এবং বাঁধন কর্মীদের এই সকল কাজের জন্য তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উল্লেখ্য, বাঁধন একটি স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সংগঠন । এটি ১৯৯৭ সালের ২৪ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ হলে মোহাম্মদ শহিদুল হক রিপনের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাঁধন আজ দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলেও বিস্তার লাভ করেছে। বাঁধনের সদস্যরা বিনামূল্যে রক্তদানে উৎসাহিত করে, নিজে রক্ত দেয়, অন্যকেও উদ্বুদ্ধ করে। বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিট পদ্মা জোন ২রা অগাস্ট ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এ সময়, শিক্ষক উপদেষ্টাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুলতান মাহমুদ, আজিম হোসেন, সাবিনা খাতুন, জমসেদুর রহমান, বাঁধন কেন্দ্রীয় পরিষদের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক মিকাইল হোসেন, ছাত্র উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাজেদুর রহমান, সজিবুল ইসলাম, সুজাউদ্দীন টুটুল, সাকিব বিশ্বাস,বাঁধন কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, শরিফুল,সাকিব হোসেন ,আশিক,অয়ন,মাহফুজ, ইব্রাহিম, মনিরুল, মুর্তজা, সোহা, মৌসুমি,চাঁদনী, হালিমা সহ বাঁধন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ ইউনিটের শুভাকাঙ্ক্ষী বাঁধনের নেতৃবৃন্দ।

[redacted]

[redacted]